সাথে খায় কেড়ে লয় সেবা না হইতে।
গৃহস্থের তিল ভাঙ্গে রাখালের সাথে।।
তিল' আলা গৃহস্থেরা কত মন্দ কয়।
উচিত বলিতে গেলে সাধু নিন্দা হয়।।
এইমত পাগলামী কেন উনি করে।
এ কথা জানাও সবে ঠাকুর গোচরে।।
মহোৎসব করি পরে সবে বাড়ী যায়।
প্রভুর নিকট গিয়া একে একে কয়।।
শুনিয়া ঠাকুর কয় "তা'রে পাই যদি।
দেখিস্ কি করি যদি আসে ওড়াকান্দী।।
থাক সবে গোলোক আসিবে যেই দিনে।
সেদিন সকলে তোরা আসিস্ এখানে।।
কি জন্য করিল বেটা এত পাগ্‌লামী।
গোলোকের পাগ্‌লামী ভেঙ্গে দিব আমি।।"
একদিন গোলোক আসিল ওড়াকান্দী।
সেইদিন সবে গিয়া হইলেন বাদী।।
'জয় হরি বল মন গৌরহরি বল।'
গম্ভীর হুঙ্কার করি উঠিল পাগল।।
মতুয়ারা বসিয়াছে ঠাকুর নিকটে।
পাগলে দেখিয়া হরিচাঁদ খেপে উঠে।।
"বল্‌রে গোলোক মহোৎসবে কি করিলি।
অধিকারীরে কেন অপমান করিলি?
রাখাল লইয়া কেন তিল ভেঙ্গে দিলি?
গৃহস্থ আসিয়া কেন দেয় গালাগালি?"
গোলোক কহিছে 'প্রভু কি কহিব আমি।
যাহা কর তাহা করি হয় পাগ্‌লামী।।
নাহি মোর জ্ঞানকাণ্ড তা'তে হই দোষী।
ভালমন্দ নাহি বুঝি প্রেম লয়ে খুশী।।
কে যেন কি ক'রে যায় কিবা হিতাহিত।
জানিয়া করুন দণ্ড যা হয় উচিত।।
তিল ভাঙ্গি রাখালের সঙ্গে সঙ্গে থেকে।
হিন্দু দিল গালাগালি দাই নিল ডেকে।।
যার জমি সেই দাই বলিল নাচিতে।
তিল ভাঙ্গি দাই বেটা আনন্দিত তা'তে।।
এ যেন কাহার কার্য্য আমি নহে বুঝি।
ডেকে নিয়া তিল ভাঙ্গে কেন এত রাজী।।
অধিকারী সঙ্গে খাই তোমার প্রসাদ।
নাহি জানি তা'তে কি হইল অপরাধ।।
প্রসাদ বিলাই আমি কীর্ত্তন সভায়।
যে প্রসাদ হ'য়ে থাকে বাজারে বিক্রয়।।
করেছি যে কর্ম্ম মর্ম্ম বুঝি বা না বুঝি।
ভাগবত-সিদ্ধ 'ক্রিয়া জগবন্ধু রাজী।।'
পাগল বলেছে 'তোরা জয় হরিবোল।
কেবা কি করিতে পারে খেপিলে পাগল।।'
মহাপ্রভু বলে "তোরা করিলি নালিশ।।
যাহা কহে কর দেখি ইহার শালিস।।
প্রসাদ বিলাইবার পারে কিনা পারে।
যে প্রসাদ বিক্রী হয় আনন্দবাজারে।।
কুকুরের মুখ হ'তে দ্বিজ কেড়ে খায়।
তাহা বিলাইয়া কি গোলোক দোষী হয়।।
'আনন্দবাজার নহে এ নহে উৎকল'
ইহা যেই মনে ভাবে সেই মূঢ় খল।।
এ হেন আনন্দ চিত্ত হ'য়েছে যাহার।
তার কাছে এই সেই আনন্দবাজার।।
প্রসাদেতে অবিশ্বাস মনেতে ভাবিলি।
তবে তোরা হাত পেতে কেন তাহা নিলি।।
প্রসাদ লইয়া কই মন হৈল খাঁটি।
ছাইমাটি ল'য়ে কি করিলি চাটাচাটি।।
হিন্দু দেয় গালাগালি দাই ডেকে নিল।
জেনে আয় কার ক্ষেতে কত তিল হ'ল।।
তোরা যে নালিশ কৈলি না জেনে সন্ধান।
যা' দেখি সে ঠাকুরের ভাঙ্গা হুকা আন।।
ঠাকুরের হুকা ভাঙ্গে কীর্ত্তন খোলায়।
পাকঘরে গোলোক কেমনে টের পায়।।